বৈশেষিক দর্শন

পর্ব-১

পাঠ পর্যালোচনা

শম্পা দেবনাথ

সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

শালতোড়া নেতাজী সেন্টেনারী কলেজ

বৈশেষিক দর্শন

- ভারতীয় দর্শনে আস্তিক শাখার দর্শনগুলির মধ্যে বৈশেষিক দর্শন অন্যতম প্রধান দর্শন। ভারতীয় দর্শনে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা এবং বেদান্ত এই ছয়টি আস্তিক দর্শন। এই আস্তিক দর্শনগুলিকে একত্রে ষড়দর্শন বলে উল্লেখ করা হয়। এই দর্শনগুলির মধ্যে বৈশেষিক দর্শন একটি সুপ্রাচীন দর্শন ।
- এই দর্শনে ‘বিশেষ’ সংক্রান্ত আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে বলে এই দর্শন ও এই দর্শনের দার্শনিকগণ ‘বৈশেষিক’ নামে অভিহিত।
- বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা হলেন মহর্ষি কণাদ।

বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা এবং ‘বৈশেষিক – সূত্র’ কার মহর্ষি কণাদ

মহর্ষি কণাদ

ভগবান বুদ্ধের জন্মের আনুমানিক ৮০০ বছর পূর্বে (মতান্তরে ৪০০ বছর পূর্বে) তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। ন্যায়-কন্দলীতে উল্লেখিত আছে তিনি চাষের ক্ষেতে পরিত্যক্ত শস্য কণা ভক্ষণ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। চাষের ক্ষেতে পরিত্যক্ত শস্যকণা খেয়ে জীবনধারণ করতেন বলেই তিনি ‘কণভূক’, ‘কণভক্ষ’ বা ‘কণাদ’ নামে পরিচিত ছিলেন। কাশ্যপ গোত্রে জন্ম বলে তিনি ‘কাশ্যপ’ নামেও পরিচিত ছিলেন।

মহর্ষি কণাদ ও বৈশেষিক দর্শন

শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত কণাদ ছিলেন যোগীপুরুষ। শোনা যায় তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং দেবাদিদেব শিব উলূক বা পেঁচার রূপ ধারণ করে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে 'বৈশেষিক সূত্র' রচনা করতে বলেন। উলূকরূপী শিবের আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে অনেক সময় তাঁকে 'উলূক' নামেও অভিহিত করা হতো। এ কারণেই বৈশেষিক দর্শনকেও অনেক সময় 'ঔলূক্য দর্শন' বলা হয়।

মহর্ষি কণাদের নামানুসারেই বৈশেষিক দর্শনকে 'কণাদ-দর্শন' বা 'কাশ্যপীয় দর্শন' বলেও উল্লেখ করা হয়।

মহর্ষি কণাদ

বৈশেষিকসূত্রকার এবং
পরমাণুবাদের জনক

সময়কাল – ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ

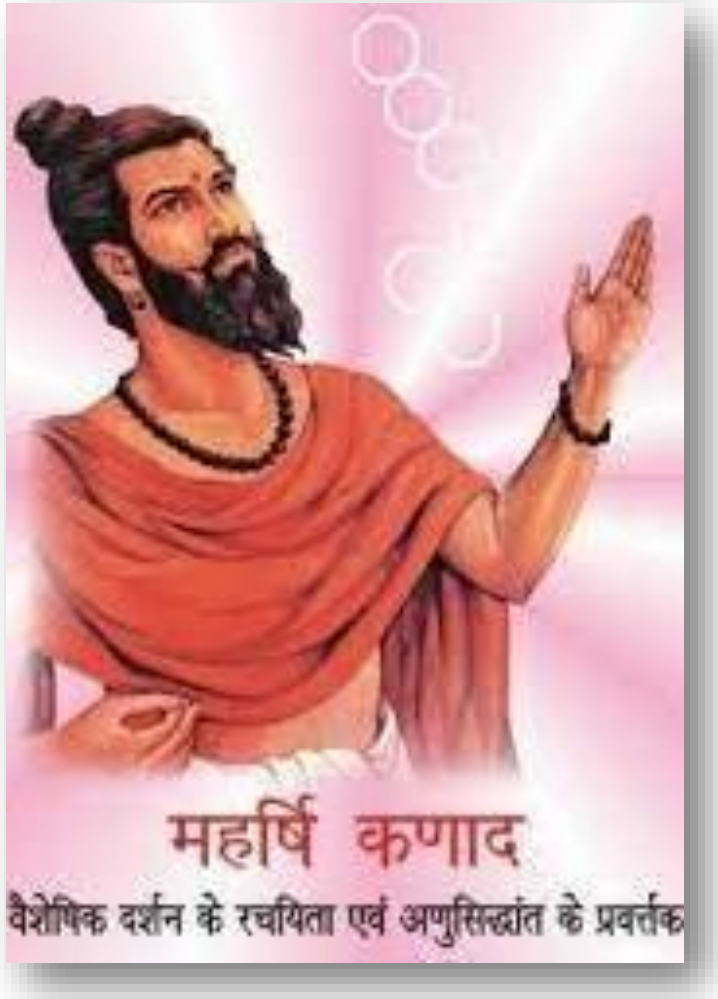

সমানতন্ত্র দর্শন

- ✓ প্রাচীন মীমাংস-দর্শনের সঙ্গে মহর্ষি কণাদের যোগাযোগ থাকলেও পরবর্তীকালে বৈশেষিক দর্শনের সাথে ন্যায় দর্শনের সিদ্ধান্তগত মিল লক্ষ্য করা গেছে। তাই ন্যায় দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনকে সমানতন্ত্র দর্শন বলা হয়।
- ✓ উৎপত্তির প্রাথমিকপর্যায়ে পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠলেও পরবর্তীকালে যেই সকল দর্শনগুলির মধ্যে সিদ্ধান্তগত মিল পাওয়া যায় তাদেরকে সমানতন্ত্র দর্শন বলে উল্লেখ করা হয়।
- ✓ ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন হলো সমানতন্ত্র দর্শন।
- ✓ সমানতন্ত্র দর্শনগুলি সবসময় একসাথে উল্লেখিত / উচ্চারিত হয়।

  যেমন- ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মীমাংসা-বেদান্ত।

সমানতন্ত্র দর্শন ন্যায় এবং বৈশেষিক

- ভারতীয় দর্শনে ন্যায় দর্শন ‘প্রমাণশাস্ত্র’ রূপে এবং বৈশেষিক দর্শন ‘পদার্থশাস্ত্র’ রূপে পরিচিত।
- বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ হল দ্রব্যগুণাদি ক্রমে সপ্তবিধ। এই পদার্থগুলি সবই হল Ontological Category. অন্যদিকে ন্যায় দর্শনে পদার্থ বলতে যা বোঝানো হয় সেগুলি সবই Logical Category বা Epistemological Category। ন্যায় দর্শনে প্রমাণ-প্রমেয় ভেদে ষোলটি (১৬) পদার্থ স্বীকার করা হয়। এই ১৬ টি পদার্থের মধ্যে 'প্রমেয়' পদার্থটি হল Ontological Category. যার মধ্যে বৈশেষিক স্বীকৃত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব এই সপ্তবিধ পদার্থ অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।
- ন্যায় দর্শনে যে চারটি প্রমাণ স্বীকৃত বৈশেষিকগণও সেই প্রমাণগুলিই স্বীকার করেন। ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দকে জ্ঞান লাভের 'করণ' বলে স্বীকার করা হয়। বৈশেষিকগণ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানকে জ্ঞানলাভের করণ বলে স্বীকার করেন। তাঁরা প্রমাণ ও শব্দ প্রমাণকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অন্তর্গত করেছেন।কাজেই ন্যায় এবং বৈশেষিক সমানতন্ত্র দর্শন।
- প্রাচীনকালে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হলেও আচার্য উদয়নের সময় থেকেই উভয় দর্শনের তত্ত্বসমূহ একই সঙ্গে ‘নব্য-ন্যায়’ নামে আলোচিত হতে শুরু করে।

বৈশেষিক দর্শনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

- মহর্ষি কণাদের লেখা ‘বৈশেষিক সূত্র’ এই দর্শনের আকর গ্রন্থ।
- ‘বৈশেষিক সূত্রে’ দশটি অধ্যায় আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের আবার দুটি করে আহ্নিক আছে। মোট সূত্র সংখ্যা ৩৮০ মতান্তরে ৩৭০।
- অনেকের মতে কণাদের ‘বৈশেষিক সূত্র’ গৌতমের ‘ন্যায় সূত্রে’র আগে রচিত এবং মহর্ষি বাদরায়নের ‘ব্রহ্মসূত্রে’র সমকালীন রচনা।
- ‘বৈশেষিক সূত্র’ রচনাকাল আনুমানিক ৩০০০-২০০০খৃষ্টপূর্বাব্দ।

বৈশেষিক-সূত্রের ভাষ্য

বৈশেষিক সূত্রের প্রকৃত কোন ভাষ্যগ্রন্থ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে ‘আত্রেয়’ বৈশিষিক-সূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করেন। লঙ্কেশ্বর রাবণও একটি ভাষ্য রচনা করেছিলেন যাকে আচার্য শঙ্কর ‘রাবণভাষ্য’ বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর ‘শারীরকভাষ্যে’র টীকাতে। অন্যান্য শাস্ত্রে এই সব ভাষ্যের উল্লেখ ছাড়া এই সকল ভাষ্যগ্রন্থের কোন হদিস পাওয়া যায় না।

‘প্রশস্তপাদভাষ্য’

আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীতে প্রশস্তপাদাচার্য রচিত ‘পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ’ বৈশেষিক সূত্রের যথার্থ ভাষ্য না হলেও আদি ভাষ্য বলে মনে করা হয়। এটি ‘প্রশস্তপাদভাষ্য’ নামেও পরিচিত। ‘পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ’কে অনেকে স্বতন্ত্র হিসেবেই বিবেচনা করেন। কারণ মহর্ষি কণাদ ‘বৈশেষিক সূত্রে’ ঈশ্বরের উল্লেখ না করলেও ‘পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ’তে প্রশস্তপাদাচার্য ঈশ্বরের উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তিনি ‘বৈশেষিক সূত্রে’ উল্লেখিত পদার্থের অতিরিক্ত আরো কয়েকটি পদার্থেরও উল্লেখ করেছেন তাঁর ‘পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ’ গ্রন্থে।

‘প্রশস্তপাদভাষ্যে’র টীকা

প্রশস্তপাদভাষ্যে’র উপর উল্লেখযোগ্য টীকা গ্রন্থ হল:

ব্যোমশিবাচার্য রচিত ‘ব্যোমাবতী’

উদয়নাচার্য রচিত ‘কিরণাবলী’ এবং

শ্রীধর ভট্ট রচিত ‘ন্যায়কন্দলী’।

বৈশেষিক দর্শনের উপর দুটি উল্লেখযোগ্য ভাষ্য হল-

বল্লভাচার্যের ‘ন্যায় লীলাবতী’ এবং

উদয়নাচার্যের 'লক্ষণাবলী'।

বৈশেষিক দর্শনের কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

- শিবাদিত্যের ‘সপ্তপদার্থী’
- লৌগাক্ষী ভাস্করের ‘তর্ককৌমদী’
- রঘুনাথ শিরোমণির ‘পদার্থতত্ত্ব নিরূপণ’
- অন্নংভট্টের ‘তর্কসংগ্রহ দীপিকা’
- বাদিবাগীশ্বরের ‘মানমনোহর’
- সর্বদেবের ‘প্রমাণ মঞ্জরী’
- কেশব মিশ্রের ‘তর্কভাষা’

বৈশেষিক দর্শনের
মূল্যবান প্রকরণ গ্রন্থ

বৈশেষিক দর্শনের পাঠ-সহায়ক গ্রন্থ সূচী

- বৈশেষিক দর্শন, সুখময় ভট্টাচার্য, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ।
- প্রশস্তপাদভাষ্য, পন্ডিত শ্যামাপদ মিশ্র সম্পাদিত, দামোদর আশ্রম।
- কিরণাবলী, শ্রী গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
- ভাষাপরিচ্ছেদ (মুক্তাবলী সহ) পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত।
- ভাষাপরিচ্ছেদ (মুক্তাবলী সহ) শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
- তর্কসংগ্রহ (দীপিকা সহ) পন্ডিত নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।
- বৈশেষিক দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মন্ডল, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

- বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা কে?
- বৈশেষিক দর্শন আর কী কী নামে পরিচিত?
- বৈশেষিক দর্শনের মূল গ্রন্থ কি?
- বৈশেষিক সূত্রের রচয়িতা কে?
- বৈশেষিক দর্শনের 'বৈশেষিক' নামকরণের কারণ কি?
- সমানতন্ত্র দর্শন কাকে বলে? বৈশেষিক দর্শনের সমানতন্ত্র দর্শন কোনটি?
- বৈশেষিক সূত্রের উপর দুইটি ভাষ্যগ্রন্থের নাম কর।
- বৈশেষিকগণ কয়টি পদার্থ স্বীকার করেন এবং কী কী?
- 'পদার্থ -ধর্ম -সংগ্রহ' কার লেখা?
- ‘পদার্থ -ধর্ম –সংগ্রহ’কে বৈশেষিক সূত্রের যথার্থ ভাষ্য বলা যায় না কেন?
- বৈশেষিক দর্শনকে পদার্থশাস্ত্র বলা হয় কেন?

আগামী পাঠ ‘বৈশেষিক পদার্থতত্ত্ব’

বৈশেষিক দর্শন পর্ব ২

ধন্যবাদ